মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন

সংখ্যা ▸ ১১১ | বর্ষ ▸ ১৩ | জুলাই ▸ ২০১৮

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসব্যাপী মাদকবিরোধী ডিজিটাল প্রচারের শুভ উদ্বোধন

পৃষ্ঠা: ০৫-০৬

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

পৃষ্ঠা: ০১

“মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব” বিষয়ক ফেস্টুন উদ্বোধন

পৃষ্ঠা: ০৮-০৯

খুলনার লবণচর থেকে ৭৬১০ পিস ইয়াবাসহ আটক ২

পৃষ্ঠা: ১২

চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক ৭৫০০ পিস ইয়াবাসহ ৩ মাদক চোরাকারবারি আটক

পৃষ্ঠা: ১৩

"মাদকাসক্ত, তার পরিবার এবং সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট"

পৃষ্ঠা: ১৫

www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন**, এমপি

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন মাদকবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মানববন্ধন, র‌্যালি, আলোচনা সভা, জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বিতর্ক ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বেতার ও টেলিভিশনে কথিকা পাঠ ও টকশো আয়োজন।

আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, মাননীয় সংসদ সদস্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য, জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়া, বিপিএম, পিপিএম, কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে এবং মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি বলেন- "স্বাধীনতা পরবর্তীতে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সরকারের নানামুখী সফলতার কারণে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সেক্টরের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন আমাদেরকে উৎসাহিত করে। আমাদের যুব সমাজ আমাদের দেশের সম্পদ, অর্থনীতিতে তাদের অবদান অনেক। কিন্তু আমাদের যুব সমাজের একটি অংশ আজ মাদকের শিকার।"

তিনি আরও বলেন, "আজ থেকে প্রায় ৪৭ বছর পূর্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষকে মাদকের সংশ্রব থেকে রক্ষার জন্য মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে আমাদের মহান সংবিধানে ১৮নং অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। সংবিধানের এ ধারায় 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা' শিরোনামে অবৈধ মাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ছিল তাঁর দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কোচিত ভাবনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখন সারাবিশ্বে যা আলোচনার অন্যতম বিষয় তা বাংলাদেশের জন্মলগ্নে সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছিল।"

তিনি আরও বলেন"মাদক ব্যবসায়ীদের জন্য দুঃসংবাদ হলো আপনাদের জন্য কারাগার, না হলে আপনারা কোথায় যাবেন সেটা নিজেরাই দেখবেন ভবিষ্যতে। কাউকে ছাড় দেয়া হবে না, সে যত বড় শক্তিশালীই হোক । যারা এই ব্যবসা করেন, এই ব্যবসায় উৎসাহিত করেন, অর্থ জোগান দেন, কিংবা লাভবান হন-যারা যেভাবে সম্পৃক্ত, গোয়েন্দারা তালিকা তৈরি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন
জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বলেন, "বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের প্রথম দিক থেকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মাদকদ্রব্যের এ ভয়াবহতা ও সর্বগ্রাসী ভয়ংকর আগ্রাসন থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৭ সনে ৪২তম অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্রতিবছর ২৬ জুন মাদ্রকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে আসছে। বাংলাদেশও জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করে আসছে।"

তিনি আরও বলেন, "মাদকের কারণে সারা বিশ্বে মানুষের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, সুস্থ চেতনা, মূল্যবোধ, পরিবেশ সবই বিপন্ন। মাদকাসক্তির কারণে প্রতি বছর সারা বিশ্বে বিপুলসংখ্যক দুর্ঘটনা ও অকালমৃত্যু সংঘটিত হচ্ছে। মাদক ব্যবসায়ীরা মাদক নামক বিষাক্ত মরণাস্ত্র প্রয়োগ করে প্রতিদিন হাজার হাজার তরতাজা প্রাণ তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। মাদকাসক্তি জাতির মেধা ও সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করছে। মাদক কেবল বর্তমান নয়, ব্যক্তি, পরিবার ও জাতির অনাগত ভবিষ্যতকেও ধ্বংস করছে। প্রতিনিয়ত মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ঘটছে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

বর্তমান সরকার ভিশন-২০২১ এবং দিনবদলের কার্যক্রম ঘোষণা করেছে। আমাদের ভিশন-২০২১ এবং দিনবদলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে প্রত্যয়দীপ্ত সুস্থ ও কর্মঠ যুবসমাজ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মাদকাসক্তি আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে করছে বিভ্রান্ত। তাই মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। দেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা নিরূপণ করে মাদক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে তাদেরকে সুস্থ করে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে হবে এবং মাদককে "না" বলার মনোবলে বলীয়ান করতে হবে। এজন্য মিডিয়াসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান সরকারের ব্যাপকভিত্তিক কূটনৈতিক তৎপরতা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে ভারতীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং দেশের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃঢ়তায় পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আগত ফেনসিডিলের সরবরাহ অনেকটা কমে এসেছে এবং হেরোইনের অপব্যবহারও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বর্তমানে আমাদের সকলের মাথব্যথার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়াবা নামক মাদ্রকদ্রব্য। এ কথা আজ স্বীকার করতে হচ্ছে যে ইয়াবা'র অপব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ইয়াবা। যে কোন মূল্যে ইয়াবা'র চোরাচালান ও অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।"

মাসিক বুলেটিন
মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

উপদেষ্টা : **মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ**
মহাপরিচালক

সম্পাদক : **মু: নুরুজ্জমান শরীফ** এনডিসি
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : **দীপজয় খীসা**
সহকারী পরিচালক (গ:ও প্র:)

সংখ্যা : ১১১
বর্ষ : ১৩
জুলাই : ২০১৮

অনুষ্ঠানের সভাপতি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন- "মাদ্রকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হল- আগে শুনুন// 'শিশু ও যুবাদের প্রতি মনোযোগ দেয়াই তাদের নিরাপদ বেড়ে উঠার প্রথম পদক্ষেপ।'

মাদকাসক্তির প্রধান শিকার তরুণ ও যুবসমাজ। মূলত তাদেরকেই ফোকাস করে এ বছরের প্রতিপাদ্যটি নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের শিশু ও যুবারা যাতে মাদকের কবলে না পড়ে, সেজন্য তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে-তাদের কথা শুনতে হবে। আমরা যদি তাদেরকে প্রয়োজনীয় সময় দেই, তাদের মনের ইচ্ছা বা কথাকে গুরুত্ব দেই, তাহলে মাদকের অশুভ শক্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারব। কাজেই এ ব্যাপারে সমাজের সবাইকে সচেতন করা আজ সময়ের দাবি।

তিনি বলেন- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এগুলো হলো-
১) দেশে অবৈধ মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস করা
২) সরবরাহ হ্রাস করা
৩) মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা সেবনজনিত ক্ষতি হ্রাস তথা মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

মাদক গ্রহণ বা সেবনজনিত অসুস্থতা অর্থাৎ মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও চারটি আঞ্চলিক/ বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র পরিচালতি হচ্ছে। এর পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৭১টি (অক্টোবর পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ১০০ বেডে উন্নীত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই মোট ২৫০ বেডের চিকিৎসা পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করা হবে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় ৫০ বেডের চিকিসা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে কীভাবে সাহায্য ও সমর্থন দেওয়া যায় তার উপায় বের করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন
জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বর্তমান সময়ে নতুন নতুন সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক ড্রাগস যেমন-ইয়াবা, কিটামিন ইত্যাদিসহ ইন্টারনেট মাদক আমাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কাজেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের খুব দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নতুবা আমরা নতুন নতুন ড্রাগস এবং ড্রাগস ডিলারদের হাত থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারব না। কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-আমাদের তরুণ-তরুণী ও যুবাদেরকে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে একাত্ম হয়ে দুর্বার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।"

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

মাদকবিরোধী স্টল

দিবসটি উপলক্ষে ২৬ জুন ২০১৮ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলানায়তনের লবিতে ১২টি স্টল নির্মাণ করা হয়। এতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও সংস্থা তাদের কর্মকাণ্ড অতিথি ও দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরেন।

স্টল পরিদর্শন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন**, এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

মানববন্ধন ও র‍্যালির আয়োজন

দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন ও র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী। প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অধিদপ্তর ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও সংস্থার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধন শেষে জাতীয় প্রেসক্লাব হতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শেষ হয়।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মানববন্ধন ও র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাননীয় সচিব **জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী**। র‍্যালিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ**-এর নেতৃত্বে অধিদপ্তর ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও সংস্থার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন

আমন্ত্রিত অতিথিদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়

মাসব্যাপী মাদকবিরোধী ডিজিটাল প্রচারের শুভ উদ্বোধন

২৬ জুন ২০১৮ মাসব্যাপী মাদকবিরোধী ডিজিটাল প্রচারের শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন**, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব **ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী**, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, জনাব **মো: আছাদুজ্জামান মিয়া**, বিপিএম, পিপিএম, কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব **মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ**।

কিওস্ক

মাদকবিরোধী প্রচারের নতুন সংযোজন এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে ডিভাইস যা একটি এলইডি ডিসপ্লে যন্ত্রাংশ। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **আসাদুজ্জামান খাঁন**, এমপি দুটি কিওস্ক উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব **ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী**, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব **মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ**।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে মাদকবিরোধী প্রচারের সৃজনশীল ও ডিজিটাল প্রচার যুক্ত করা হয়েছে। যা ২৬ জুন ২০১৮ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি।

ডিজিটাল ভ্যান

মাদকবিরোধী প্রচারের আরেকটি নতুন সংযোজন ডিজিটাল ভ্যান। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি চারটি ডিজিটাল ভ্যান উদ্বোধন করেন। এসব ভ্যান দিয়ে ঢাকা শহরে ১৫ দিনব্যাপী প্রচারকার্যক্রম চালানো হয়।

ডিজিটাল ভ্যানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ১৫ দিনব্যাপী প্রচারকার্যক্রম চালানো হয়। ছবিতে প্রচারকার্যক্রমের জন্য নির্মিত তথ্যচিত্র দেখছেন উৎসুক পথচারী।

রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

দিবসটি উপলক্ষে ২৭ এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় শিশু একাডেমী মিলনায়তনে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৪টি গ্রুপে অনুষ্ঠিত শিশু-কিশোরদের এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২টি গ্রুপে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য দেশের সর্বাধিক পঠিত ০৩টি বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকের প্রথম ও শেষের পাতায় বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ প্রকাশ করা হয়।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে এবং মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কর্মকান্ডেও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কর্মকান্ডে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২৬ জুন ২০১৮ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন**, এমপি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব **ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী**, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব **মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ**।

সুসজ্জিত ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে মাদকবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২৬ জুন ২০১৮ উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন বাস/ট্রাক টার্মিনাল, রেলস্টেশনসহ ও মাদকপ্রবণ এলাকায় বাউল শিল্পীরা মাদকরিরোধী গান পরিবেশন করেন। মাদকবিরোধী এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে মাদকের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ

১৮ জুন হতে ২৫ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত মাদকের ক্ষতিকারক সংশ্লিষ্ট লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে।

পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

“মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব” বিষয়ক ফেস্টুন উদ্বোধন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের ভয়াবহতা রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক “মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব” তুলে ধরে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) ফেস্টুন তৈরি করে দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ ও স্থাপন করা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি এ তাৎপর্যবহ ফেস্টুনের শুভ উদ্বোধন করেন।

০৩ জুন ২০১৮ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, সিদ্বেশ্বরী, ঢাকায় **“মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব” বিষয়ক ফেস্টুন** বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন**, এমপি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব **ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী**, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব **মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ**

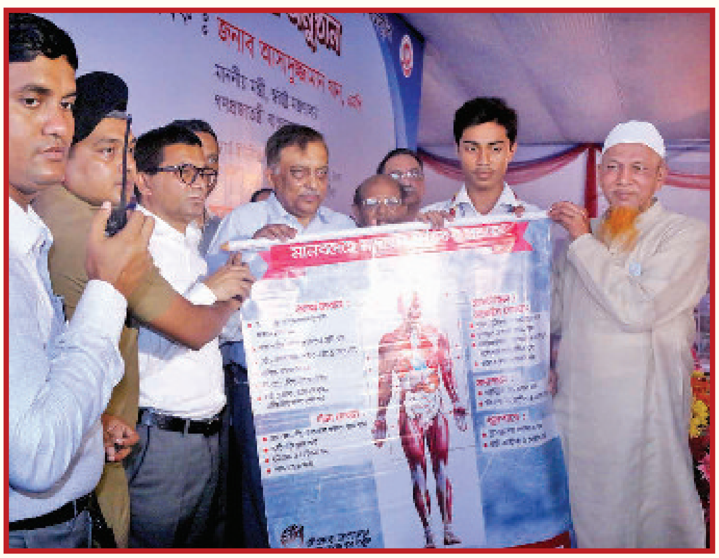

"মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব" বিষয়ক ফেস্টুন বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন- "আমাদের মেধাকে পথ হারাতে দেয়া যাবে না। সেজন্যই আজকে আমরা সবাই মিলে এক মাদক বিরোধী যুদ্ধে উপনীত হয়েছি। এই যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে। মাদকের ভয়াবহতা, মাদক যারা সেবন করেন তারা সেবন করলে কী কী অসুবিধায় পড়বেন, কী কী ক্ষতিকারক দিক রয়েছে তা নিয়ে আজকে একটা ফেস্টুন আমরা উদ্বোধন করেছি। কিছুক্ষণ আগে দেয়ালে লাগিয়েছি । আমাদের ছাত্ররা যেন কোনক্রমেই ভুল কাজটি না করে, যেন কোনক্রমেই পথ না হারায়, যেন কোনক্রমেই তারা পরিবারের বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় সেই জায়গাটির জন্যই আমরা সামাজিকভাবে এই দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছি। সবচেয়ে আলোচিত বর্তমানের ভয়াবহ আগ্রাসন সেই মাদকের ছোবল থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য এই অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে ।

মাদকের চাহিদা হ্রাসের জন্য প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম বিস্তৃত করেছি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন সংস্থায়। আমাদের প্রচারণামূলক সমাবেশের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি ।"

ফেস্টুন বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব **ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী**, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ফেস্টুন বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব **মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ**

মাদকবিরোধী ফুটবল ম্যাচ

"মাদকের বিরুদ্ধে ফুটবল" স্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন জেলায় মাদকবিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে।

এটি জনসাধারণের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে একটি কার্যকর ইভেন্ট হিসেবে কাজ করে।

মাদকবিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর একটি ম্যাচের ছবি।

ফেসবুক ভিত্তিক প্রচার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক লাইভে প্রতিদিন আপলোড অব্যাহত।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক পেজের কভার ফটো

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক পেজের বিভিন্ন সচেতনতামূলক পোস্ট

টিভিসিভিত্তিক প্রচার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৬টি মাদকবিরোধী টিভিসি তৈরি করে। টিভিসিগুলো ১০টি টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন আকারে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রচার করা হয়।

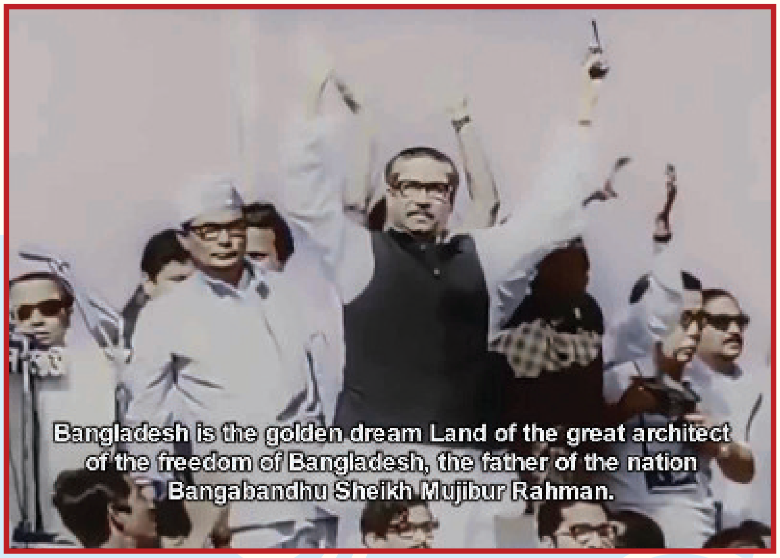

মাদক নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা

মাদক নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ২৮ জানুয়ারি মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তথ্য মন্ত্রণালয় ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১ মার্চ মাদকের বিরুদ্ধে তথ্য অভিযান শুরু হয় এবং রাত ৮টায় সকল টিভি চ্যানেল ও রেডিওতে "জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন" স্লোগানটি প্রচার করা হয়।

মাদকের বিশেষ করে ইয়াবার ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে তরুণ, যুব ও ছাত্র সমাজকে দূরে রাখতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনপূর্বক মাদকবিরোধী প্রচার জোরদার করার লক্ষ্যে গত ১৩ মার্চ ২০১৮ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাননীয় সচিবের সভাপতিত্বে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর মাদক নিরোধ কার্যক্রমে আরও সক্রিয় করা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে মাদকমুক্ত রাখার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অপারেশনের কার্যক্রম

মাসব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান সংক্রান্ত সংবাদচিত্র

গোয়েন্দা জালে ৭০০০ পিস ইয়াবাসহ ৩ মাদক চোরাবাকারবারি আটক

ইয়াবাসহ আটককৃত তিন মাদক চোরাকারবারি

চট্টগ্রাম বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি বিশেষ টিম নগরীর কোতোয়ালি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭০০০ পিস ইয়াবাসহ ৩ জন মাদক চোরাকারবারিকে আটক করে। গত ৩০ জুন পরিচালিত এ অভিযানে আটককৃতরা হলেন রাজীব মিয়া (৪৮), নূর সালাম (২৮), আবদুর রহমান (২৪)। তাদের সবার বাড়ি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানাধীন এলাকায়। তাদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

খুলনার লবণচর থেকে ৭৬১০ পিস ইয়াবাসহ আটক ২

খুলনার লবণচর থেকে ইয়াবাসহ ২ জনকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনার একটি বিশেষ টিম।
উপপরিচালক মো: রাশেদুজ্জামানের তত্ত্বাবধায়নে 'ক' সার্কেলের পরিদর্শক হাওলাদার সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে উক্ত টিম ১ জুলাই ২০১৮ নগরীর মুন্সী পাড়া ও লবণচর থানাধীন দারোগা লীজ নামক রায়পাড়া রোডস্থ এলাকায় পৃথক অভিযান চালায়। অভিযানে ৭৬১০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হল মো: মিলন মল্লিক (৩৬) ও সুরমা বেগম (২০)।
আটককৃত সুরমা বেগমের স্বামী ইয়াবা ব্যবসার মূল হোতা। সে পেশায় ইজিবাইক চালক । মো: সেলিম গাজী (২৮) নামের ওই ইয়াবা কারবারি অভিযান পরিচালনাকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান। জানা যায়, সে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়ায় চালিত ইজিবাইক চালনার আড়ালে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।
অভিযান সম্পর্কে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের 'ক' সার্কেলের পরিদর্শক হাওলাদার সিরাজুল ইসলাম জানান, খুলনার রেইডিং টিমটি প্রথমে নগরীর মুন্সীপাড়া ৩য় গলিতে অভিযান চালায়। এ সময় মো: মিলন মল্লিককে ১১০পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। আটক মিলন মল্লিক নগরীর ১নং কাস্টমঘাট এলাকার বাসিন্দা মৃত কদম আলী মল্লিকের পুত্র।
এরপর মো: মিলন মল্লিকের স্বীকারোক্তিতে নগরীর লবণচর থানাধীন দারোগা লীজ নামক রায়পাড়া রোডস্থ মিন্না'র বাড়িতে রাত সাড়ে ৮টায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া ইজিবাইক চালক সেলিম গাজীর ঘর তল্লাশি করে ৭ হাজার ৫শ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় সেলিম গাজীর স্ত্রী সুরমা বেগমকে আটক করা হয়। পলাতক সেলিম গাজী রূপসা উপজেলা রহিমনগর এলাকার বাসিন্দ মৃত মান্নান গাজীর পুত্র।

আটককৃত মো: মিলন মল্লিক (৩৬) ও সুরমা বেগম (২০)

ময়মনসিংহের গৌরীপুর থেকে একটি রিভলবার দেশীয় অস্ত্র ও ইয়াবাসহ একজন আটক

গত ২৩ এপ্রিল ময়মনসিংহ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক (সমন্বয়কারী) জনাব পরিতোষ কুমার কুণ্ড এবং পরিদর্শক ময়মনসিংহ 'খ' সার্কেলের জনাব কানিজ ফাতেমাসহ গঠিত রেইডিং পার্টি গৌরীপুর থানাধীন বীর পশ্চিমপাড়া গ্রামের মো: শাহাজুলের বসতঘর থেকে ৪১ পিস ইয়াবা, নগদ ১২,৬০০ টাকা, একটি রিভলবার, একটি চাপাতি, একটি ছুরি, একটি চাকু ও একটি তলোয়ার উদ্ধার করে একজন আসামিকে গ্রেফতার করে। আসামির বিরুদ্ধে গৌরীপুর থানায় মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র আইনে পৃথক পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আটককৃত আসামী ও আলামত

চট্টগ্রাম নগরী থেকে ৫৫০০ পিস ইয়াবাসহ ২ মাদক চোরাকারবারি আটক

চট্টগ্রাম বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি বিশেষ টিম নগরীর পুরাতন রেলস্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৫০০ পিস ইয়াবাসহ ২ জন মাদক চোরাকারবারিকে আটক করে।

গত ২৭ জুন পরিচালিত অভিযানে আটককৃতরা হলেন মো: নুর (২৮) ও আবদুল খালেক (২২)। তারা দুইজনই কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানার বাসিন্দা। নগরীর কোতয়ালি থানায় তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইয়াবাসহ দুই মাদক চোরাকারবারি মো: নুর ও আবদুল খালেক

চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক ৭৫০০ পিস ইয়াবাসহ ৩ মাদক চোরাকারবারি আটক

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ও হাটহাজারী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭৫০০ পিস ইয়াবাসহ ৩ মাদক চোরাকারবারিকে আটক করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের একটি বিশেষ টিম ৫ জুন উক্ত অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে আটককৃত নুরুল আবসার (২০), ওসমান বিন লাদেন (২১) ও জিয়াউর রহমান (৩৪)। তাদের সকলের বাড়ি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানার নয়াপাড়ায়। তাদের বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া ও হাটহাজারী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইয়াবাসহ তিন মাদক চোরাকারবারি

নাটোরে ১৬৮ বোতল ফেনসিডিল ও মিনি ট্রাকসহ ২ জন গ্রেফতার

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নাটোরের একটি অভিযানকারী দল ২০ জুলাই নাটোর সদর থানাধীন বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড়স্থ রাজশাহী নাটোর মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর কামাল ভলকানাইজিং এর সামনে

আটককৃত ট্রাকের চালক, হেলপার

জব্দকৃত গাড়ি ও ফেনসিডিল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে নাটোরগামী একটি নীল রংয়ের পুরাতন মিনি ট্রাক (যার রেজিঃ নং- ঢাকা মেট্রো-ন-১৫-১৩০৭) এর গতিরোধপূর্বক তল্লাশি করে। উক্ত ট্রাকের বডির পাটাতনের সঙ্গে বিশেষভাবে তৈরি চেম্বারের মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় কোডিন মিশ্রিত মাদকদ্রব্য যার বাণিজ্যিক নাম ফেনসিডিল ১৬৮ বোতল উদ্ধারসহ ট্রাকটি জব্দ করে। এ সময় ট্রাকের চালক মোঃ মাহতাব উদ্দিন তারেক (২০) ট্রাকের হেলপার মোঃ সাদ্দাম হোসেন (২০) কে আটক করা হয়।

আটককৃতদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার জামিনপুর এলাকায় বলে জানা গেছে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আটককৃত ট্রাকের মালিক মোঃ শফিকুল ইসলাম (নিলু) (৪২) এবং জব্দকৃত ফেনসিডিলের মালিক মোঃ সায়রনকে (৩৫) পলাতক দেখিয়ে গ্রেফতার ২(দুই) জনসহ মোট ৪ (চার) জনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বাদী উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ লাল মাহমুদ তালুকদার ।

কক্সবাজারের বাজারঘাটা এলাকা থেকে ১০,০০০ পিস ইয়াবাসহ ১ জন মাদক চোরাকারবারি আটক

বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, চট্টগ্রামের একটি বিশেষ টিম গত ১৭ এপ্রিল তারিখ কক্সবাজারের বাজারঘাটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০,০০০ পিস ইয়াবাসহ ১ জন মাদক চোরাকারবারিকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তি- মোঃ শহীদ ছোট্টু (৪৮), পিতা- মৃত শামসুল হক, সাং- কুতুবদিয়া, থানা- কুতুবদিয়া জেলা কক্সবাজার। তার বিরুদ্ধে কক্সবাজার থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

১০,০০০ পিস ইয়াবাসহ আটককৃত মোঃ শহীদ ছোট্টু

মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষা ও সচেতনামূলক কার্যক্রম

চাঁদপুর জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ চাঁদপুর জেলার কার্যালয়ের উদ্যোগে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আর্ন্তজাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মো: মাজেদুর রহমান খান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আর্ন্তজাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৮ উপলক্ষে মানববন্ধন ও র‍্যালির আয়োজন করে চাঁদপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চাঁদপুর

৫ জুন ২০১৮ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও জেলা কারাগার গাইবান্ধা কর্তৃক আয়োজিত মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক জনাব গৌতম চন্দ্র পাল

গাইবান্ধা জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গাইবান্ধা কর্তৃক আয়োজিত মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভায় উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আর্ন্তজাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক জনাব মো: জহির রায়হান

২০ জুন ২০১৮ দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাইস্কুল, হরিপুর, কুষ্টিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় শপথবাক্য পাঠ করানো হয় শিক্ষার্থীদের

মাদকাসক্ত, তার পরিবার এবং সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

পিয়ারা বেগম

জীবনের এক চিরায়ত সত্য হলো, যতদিন জীবন আছে ততদিন সমস্যা থাকবেই। সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে মানুষ ভেদে সমস্যার ধরণ এবং গতিরেখা ভিন্ন হতে পারে। তবে জীবন থেকে সমস্যাকে ছেঁটে ফেলার কোনো উপায় নেই। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জীবনে কোনো সমস্যা নেই। তবে এটাও সত্য যে, সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ যদি সমস্যার মুখোমুখি না হতো, বাঁধার মুখে না পড়তো, তবে মানুষের অন্তর্গত শক্তি জাগ্রত হতো না আর আজকের এই সভ্যতাও গড়ে উঠত না। সময়ের পরিক্রমায় সমস্যা এসেছে মানুষ তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। আর তা সমাধানকল্পে মানুষ তার সাহস ও সৃজনশীলতা দিয়ে তার মস্তিষ্করূপী জৈব কম্পিউটারকে ব্যবহার করে সমস্যাকে সম্ভাবনায়, সম্ভাবনাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করে জীবনকে করে তুলেছে অর্থবহ।

সুপ্রিয় পাঠক, খুব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এত উৎকর্ষের পরেও সম্প্রতি বাংলাদেশকে নয়, পুরো বিশ্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে, আর তা হচ্ছে মাদক সমস্যা।

এমতাবস্থায়, দেশের মানুষ হতাশায় ভুগছে এক চরম আতঙ্ক নিয়ে। কখন যেন, তাদের আদুরে সন্তানটিকে গ্রাস করে ফেলবে "মাদক" নামের কেউটের ছোবল। মাদকের লেলিহান শিখা সর্বভূকের মত বিস্তার লাভ করছে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর তথা শহরতলীর অলি-গলি পর্যন্ত। প্রায় প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। সন্তানের নিশ্চিত জীবননাশের আশঙ্কায় পরিবারে চলছে নীরব আহাজারি ও দুঃখের মাতম। পিতা-মাতা বা অভিভাবকরা তাতে হতাশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, নেতিবাচক চিন্তায় বিপন্ন এবং মানসিকভাবে প্রায় বিধ্বস্ত। তা ছাড়া মরণব্যাধি এইডস বিস্তারে মাদকাসক্তরাই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। অবধারিত মৃত্যুর আর এক আতঙ্ক এইডস। এই যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। নেশার অনুষঙ্গ অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কর্মযজ্ঞ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, খুন-খারাবি, মারামারি প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে চরমভাবে করেছে বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

যদিও মাদকাসক্তি কোনো অপরাধ নয়, আর মাদকাসক্তরাও অপরাধী নয়। মাদকাসক্তি মূলত এক ধরনের মনোদৈহিক, আচরণগত ও মানসিক প্রবণতার সমস্যা উদ্ভূত রোগ। তারা খারাপ নয়, পাগলও নয়। কেবলমাত্র একজন অসুস্থ ব্যক্তি, একজন রোগী। তবে অপ্রিয় হলেও এটাই বাস্তব যে, এসব নীতিকথা কেবল সভা-সমাবেশ, সেমিনারে, বক্তৃতা-বিবৃতিতেই খাটে। উপস্থিত জনতা শোনা পর্যন্তই, বাড়ি পর্যন্ত আর পৌঁছায় না। তাই সমাজের সাধারণ মানুষের নিকট এগুলো ধোপে টিকানো মুশকিল। সমাজ শুধু বোঝে, যারা চুরি করে, ছিনতাই করে, মাদক সেবন করে তারা অপরাধী। তাই মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে চুরি-ছিনতাইজনিত অপরাধের শাস্তির বেলায় কোনো ছাড় নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনেরও নেই কোনো সুযোগ। তা ছাড়া তাদের রক্ষা করতে কিংবা সমঝোতার ব্যাপারে কেউই এগিয়ে আসে না। এতে নিম্নবিত্ত পরিবারের কিশোর মাদকাসক্তর অভিভাবকদের হয় চরম ভোগান্তি। চুরির অপরাধের শাস্তি বাবদ জরিমানার টাকা শোধ করতে হয় পরিমাণের চেয়ে দ্বিগুণ, কখনো বা তিনগুণ। ফলে নিঃস্ব পরিবারটির ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে দিন দিন। তাতেই কি শেষ রক্ষা হয়? সাথে বোনাস হিসেবে থাকছে আসক্ত সন্তানের কপালে উত্তম-মধ্যম। আরো আছে চমক! আর তা হচ্ছে ফ্রি হিসেবে পরিবারের সদস্যরা পাচ্ছেন তলোয়ারের চেয়ে শাণিত কটূক্তি। যা অসহায়ক্লিষ্ট, বেদনাভারে জর্জরিত আসক্ত সন্তানের হতভাগ্য পিতা-মাতার মনকে ভেঙে দেয়। গুঁড়িয়ে দেয় তাদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু।

আর মাদকাসক্ত পিতার সন্তানরা সমাজে হেয়প্রতিপন্ন হয় প্রতিনিয়ত। রাস্তা-ঘাটে কারণে-অকারণে শুনতে হয় কটূক্তি। ডাইলখোরের পোলা, গাঁজাখোরের মাইয়া, বাবাখোরের ভাই, ফেন্সিখোরের বোন ইত্যাদি কথা তাদের শুনতে হয় হর-হামেশা। স্কুলে-মক্তবেও তাদের রেহাই নেই, সেখানেও আক্রমণাত্মক উপহাসে জর্জরিত করে সবাই।

মাদকাসক্ত স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা আরো ভোগান্তি। সামাজিকভাবে এসব স্ত্রীদের লাঞ্ছনা ও ধিক্কারের শেষ নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি তথা পরিবারের সদস্যরাও স্বামীর মাদকাসক্তির জন্য দায়ী করছে স্ত্রীকে। তাদেরকে প্রতিবেশীরা স্বামীর অপরাধে অভিযুক্ত করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কাজকর্ম না পেয়ে তারা অনাহারে-অর্ধাহারে সন্তান-সন্ততি নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। স্বামীর মাদকের টাকা না দিতে পারলে মারপিটের ঝামেলা তো ডাল-ভাত। স্বামীর মাদকাসক্তির কারণে বহু নারী আজ সামাজিক এবং পারিবারিকভাবে বয়কটের শিকার। এসব নারীরা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক সময় আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। কেউবা পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে, কেউবা বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়। এমন ঘটনা আজ ঘটছে, মাদকাসক্ত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিবাহবিচ্ছেদ করেও বাঁচতে পারেনি তারা।

মোটকথা মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজেই নিগৃহীত হন তা নয়, মূলত পুরো পরিবারটি সমাজের কাছে নিন্দিত, ঘৃণিত, অবহেলিত এবং অপরাধী হিসেবে স্বীকৃত ও ধিকৃত এটাই বাস্তবতা। এমনকি মাদকাসক্ত পরিবারটির আত্মীয়-স্বজনরাও ছোটখাটো অজুহাতের আঙুল তুলে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে।

মাদকাসক্তি একটা জীবনধ্বংসী রোগ। এ রোগের শেষ পরিণতি উন্মাদগ্রস্ততা অথবা অবধারিত মৃত্যু। এই রোগ একজন ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে করে ক্ষতিগ্রস্ত। নেশাই তার জীবনের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। পার্থিব আনুষঙ্গিক বিষয়কে সে ধর্তব্যে আনে না। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান তথা বন্ধুবান্ধব পারিবারিক ক্ষেত্রেও এড়িয়ে চলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। নেশার টাকা সংগ্রহ করার চিন্তাই তার মাথায় ঘুরপাক খায়। মিথ্যা কথা বলা থেকে শুরু করে নেতিবাচক দিকগুলোতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যে নিজস্বতা বলতে অবশিষ্ট থাকে না। মোদ্দাকথা নিজের মনের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। আসলে তারা সাময়িক ব্যর্থতাকে জীবনের পরিসমাপ্তি মনে করে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নেতিবাচকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে আবেগ, অনুভূতির মূল্য বুঝতে, অনুধাবন করতে সে অক্ষম। তাই তো পিতামাতা, পরিবার সবার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টিকর্তার প্রতিও তার কোনো ভরসা থাকে না। মূলত মানবিক গুণাবলি বিলুপ্তি হতে হতে একসময় সে মানসিক, আত্মিক শূন্যতায় ভুগতে থাকে।

(চলমান)

সব থেকেও এক সময় একাকিত্ব জীবনের অনুষঙ্গ ভেবে মাদকের মাঝে খুঁজে ফিরে স্বস্তি-সুখ, প্রশান্তি। সমাজ, পরিবার তাকে ধিক্কার দিলেও মাদক তাকে ভালবাসার চাদরে আপাদমস্তক মুড়িয়ে রাখে এক পুলকানুভূতির আবহে। চিকিৎসকরা বলেন, মাদকাসক্তি একটি নিরাময় অযোগ্য রোগ ঠিক ডায়াবেটিসের মতো। তবে সঠিক চিকিৎসা করলে চিকিৎসকদের পরামর্শমত নিয়মকানুন মেনে চললে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন এমনকি দীর্ঘায়ুও লাভ করা সম্ভব। তাদের মতে, মাদকাসক্তির জন্ম হয় একটি অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ থেকে। তাই মাদকাসক্তি নিরাময় করতে হলে ঐ পরিবারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে আগে। অর্থাৎ আসক্ত ব্যক্তির পিতামাতা বা অভিভাবকের প্রত্যেকের কাউন্সিলিং বা চিকিৎসা করা জরুরি। তবে, আসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে, তার সদিচ্ছা জাগাতে যে পর্যাপ্ত কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজন তাই শুধু নয়, রোগীর সদিচ্ছা সবসময় দৃঢ় রাখা এবং অব্যাহত রাখাও চিকিৎসা ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ, চিকিৎসকদের মতে, চিকিৎসা গ্রহণের প্রধান শর্ত হচ্ছে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি মাদকমুক্ত হওয়ার সদিচ্ছা।

তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, যে কোনো রোগ ও অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবন-চেতনা। কারণ চেতনা বস্তুর চেয়ে আর তথ্য শারীরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সর্বত্রগামী। তাই যে কোনো অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শতকরা সত্তর ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে মানসিক অর্থাৎ কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যক্তির মানসিক প্রতিক্রিয়াই সত্তর ভাগ রোগ সৃষ্টির কারণ। তাহলে বলা যায় সত্তর ভাগ রোগেই শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরাময় হতে পারে। তবে মাদকাসক্তি যেহেতু একটি জটিল আচরণগত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সুতরাং এ ক্ষেত্রে আসক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসকরা আসক্ত ব্যক্তির আচরণ বদলানোর প্রয়াসে কাউন্সিলিং সহ রুটিন মাফিক খাবার-দাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন। তবে চিকিৎসকরা যা করেন তা নির্দিষ্ট কোর্স পর্যন্ত। তারপর তারা রোগীকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। আমার মনে হয়, পারিবারিকভাবে কাউন্সিলিং অব্যাহত রাখাও প্রয়োজন তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নয়। চলনেবলনে, কথায়বার্তায় আসক্ত ব্যক্তিকে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য, তার মনোবল সমুন্নত রাখার জন্য কাউন্সিলিং ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে আসক্ত ব্যক্তির পছন্দের কোনো ব্যক্তি যিনি একজন রোগীর ভরসাস্থল হতে পারেন এমন ব্যক্তিকে বেছে নেয়া যেতে পারে। পিতামাতা, ভাইবোন বা পরিবারের যে কোনো সদস্য কিংবা প্রতিবেশী যে কেউ হতে পারেন কাউন্সিলর।

আমরা তো সবাই মুখে মুখে বড় বড় বুলি আওড়াই, মাদকাসক্তি কোনো ব্যক্তির সমস্যা নয়, এই সমস্যা যেমনি তার নিজের তেমনি তার পরিবারের, সমাজের, সর্বোপরি রাষ্ট্রের। যেহেতু এটি মনুষ্যসৃষ্ট একটি সামাজিক ব্যাধি। সবাই বলে, মাদককে ঘৃণা কর, মাদকাসক্তকে নয়। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। আসলে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আদৌ কি আমরা পাপীকে, মাদকাসক্তকে ঘৃণা থেকে মুক্ত রাখতে পারছি? পারছি কি তাদের একটু ভালবাসা দিতে? সত্যি বলতে কি এ পৃথিবীতে অসুস্থ মানুষ সহানুভূতি খুব কম পান, তিনি যা পান তা হলো করুণা আর বিরক্তি। কিন্তু মাদকাসক্তরা? অপ্রিয় হলেও এটাই কঠিন এবং নিরেট বাস্তবতা এই যে, মাদকাসক্তরা তাও পান না। তারা যা পান তা হচ্ছে ঘৃণা, অবহেলা, লাঞ্ছনা আর ধিক্কার। আসলে, মাদকাসক্তদের বা তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ভরসা দেওয়ার লোক নেই, সামনে দাঁড়িয়ে পথ দেখানোর লোক নেই। কিন্তু পিছনে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করার, বাঁশ দেওয়ার লোকের অভাব নেই। অথচ একজন মানুষের ছোট্ট একটা কথা সুগন্ধি ফুলের মতো সৌরভ ছড়াতে পারে। বদলে দিতে পারে মাদকাসক্ত ব্যক্তির জীবনদৃষ্টি। একটু সহানুভূতি, একটু সাহস, একটু সহমর্মিতা, একটু ভালবাসা, একটু আশার বাণী যদি তাদের দেয়া যেতো তাহলে তারা হয়তো পেত বাঁচার অনুপ্রেরণা। আসলে মাদকাসক্তরা যা চায় তা হচ্ছে তাদেরকে একটু মানুষ বলে ভাবা হোক। মাদকাসক্তি যেহেতু একটি সামাজিক ব্যাধি। আমার মনে হয়, আসক্ত ব্যক্তির, তার পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আগে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা অতি জরুরি। স্রষ্টা ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রতিটি সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন। আর সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি মানুষকে রেখেছেন, স্রষ্টার প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের আসল কাজ হলো সৃষ্টিকে লালন, সৃষ্টির অভিভাবকত্ব গ্রহণ। মানুষকে এবং সব ধরনের সৃষ্টিকে ভালবাসলে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায়। আসলে নিজের ভালো, নিজের অধিকার সব প্রাণীই বোঝে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী শুধু নিজেরটাই বুঝে, তাইতো মানুষকে বলা হয়েছে অন্যের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগী হতে। সুতরাং, আর দেরি নয়, আসুন মাদকাসক্তদের প্রতি আমরা আমাদের মহানুভবতা ও মানবিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনি। তাদের দুর্বল মনে জাগিয়ে তুলি অটল বিশ্বাস। বিশ্বাস আর ইতিবাচক পরিবেশ আসক্ত ব্যক্তির ইমিউন সিস্টেমকে করবে চাঙ্গা, ফলে তাদের সামগ্রিক নিরাময় প্রক্রিয়াকে করবে ত্বরান্বিত।

সবশেষে বলছি, আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ছিল অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৯৩ হাজার সেনা দলের একটি সুসংগঠিত বাহিনী। আর এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যারা, সেই মুক্তিবাহিনী ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে কোনরকম পূর্ব অভিজ্ঞতাবিহীন নামমাত্র প্রশিক্ষণে তৈরি একটি বাহিনী, যাদের রসদ বলতে কিছুই ছিল না। সে সময়ে পৃথিবীর আধুনিকতম একটি সমরবাহিনীর বিরুদ্ধে নামমাত্র প্রশিক্ষণ এবং রসদ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল যে বাহিনী তাদের কতটা সাহস, মনোবল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলে মাত্র ৯ মাসেই আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যায়, তা সহজেই বোঝা যায়। বাস্তবতা এই যে, বাঙালি জাতির রয়েছে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস ও গৌরবময় অতীত। হ্যাঁ, আমাদের ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্য বলে, আমরাই সেই গৌরবোজ্জ্বল এক মহান জাতির উত্তরসূরি। এক মহাশক্তি ঘুমিয়ে আছে আমাদের সত্তার গভীরে, আমাদের অস্তিত্বে। তাই আমরা পারবো আমাদের সোনালি অতীত আর স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কুসুমাস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সেই দৃঢ় মনোবল আর চেতনাকে লালন করে মাদকের আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা করতে।

আমার বিশ্বাস, আমরা আবারো মহান হতে পারি, কালজয়ী ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারি, গড়ে তুলতে পারি মাদকমুক্ত বাংলাদেশ। এ প্রত্যাশায় স্লোগান তুলছি...

"নিজ দায়িত্ব পালন করি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি"

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

ইয়াবা সেবনে :

- স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়
- যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়
- লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়
- রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়
- কলহ প্রবণতা, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়

গাঁজা সেবনে :

- ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়
- দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়
- মতিভ্রম হয়

জীবনকে ভালবাসুন
মাদক থেকে দূরে থাকুন

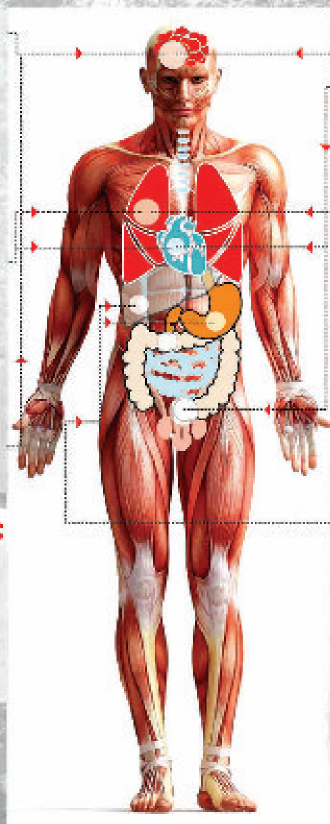

ফেন্সিডিল / হেরোইন সেবনে:

- পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়
- ফুসফুস ও হার্টে ক্ষতি হয়

মদ্যপানে :

- গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়
- লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।

ধুমপানে :

- মুখের ঘা ও ক্যান্সার হয়
- ফুসফুসের ক্যান্সার হয়
- হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়

ইনজেকশনের মাধ্যমে:

- মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়

মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু

সকল মাদক গ্রহণেই স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.bd

Design & Print: Concept Communications, www.conceptdream.com